দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি (বিসিপিএস)

'উন্নত জীবনের জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি'-এটা হলো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির ভিশন স্টেটমেন্ট। বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি বাংলাদেশের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টদের মুখপাত্র হিসাবে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মানুষের মনোসামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নয়ণের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ণ ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৯৯ সালের ২৬ অক্টোবর এই সংগঠনটি 'দি বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি অ্যাসোসিয়েশন (বিসিপিএ)' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে ছয়জন জেনারেল মেম্বার, ১৭ জন ট্রেইনি মেম্বার এবং একজন অ্যাফিলিয়েট মেম্বার ছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন প্রফেসর আনিসুর রহমান এবং সাধারণ সম্পদক ছিলেন প্রফেসর মাহমুদুর রহমান। সংগঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানতে লগ ইন করুন www.bcps.org.bd - এই ওয়েবসাইটটিতে। ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১০-এ সংগঠনটির এক্সট্রাঅরডিনারি জেনারেল মিটিংএ বিসিপিএ নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি (বিসিপিএস)- এ পরিণত হয় ।

বর্তমান সদস্য সংখ্যা (২৩ ডিসেম্বর ২০১১ ইং পর্যন্ত)

লাইফ মেম্বারঃ	৩ জন
জেনারেল মেম্বারঃ	৩৯ জন
এফিলিয়েট মেম্বারঃ	৫৭ জন
ট্রেইনী মেম্বারঃ	৩৭ জন
ষ্টুডেন্ট মেম্বারঃ	০
মোট সদস্যঃ	১৩৬ জন

সর্বশেষ সাধারণ সভাঃ

২০০৯ সালের ৬ই জুন বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজী সোসাইটির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভার সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগম। সভার শুরুতে সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জহির উদ্দিন এসোসিয়েশনের (বর্তমানে বিসিপিএস) কর্মকান্ডের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন এবং বিস্তারিত আলোচনার জন্য উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ জানান।

উক্ত আলোচনায় যে বিষয়গুলো উঠে আসে তা হলঃ

- সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট বিস্তারিত আকারে তুলে ধরার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন জনাব তরুন গায়েন। বাংলার পাশাপাশি একটি ইংরেজী রিপোর্টেরও প্রস্তাব দেন।
- প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগম বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে সবাইকে এ বিষয়ে নোটিশ পাঠানো হয়েছে কিনা তা জানতে চান। তিনি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টদের সরকারী চকুরী তৈরীর ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার প্রস্তাব দেন। এক্ষেত্রে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে পদগুলো এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে প্রমোশনের ব্যবস্থা থাকে।
- রুমা খন্দকার এ বিষয়ে মন্তব্য করেন যে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা অনেক সময়ই বিভিন্ন মিটিং ও অন্যান্য কার্যক্রমে উপস্থিত থাকেন না। এ বিষয়টিতে সবারই নজর দেয়া দরকার বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন।
- নাজমা খাতুন বাৎসরিক ফি দেয়ার প্রসঙ্গটি তুলতেই ড. রোকেয়া বেগম এ প্রসঙ্গে বলেন যে, জুলাই মাসের মধ্যেই সবাইকে বাৎসরিক ফি দেওয়ার জন্য নোটিশ করতে হবে।
- জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন গবেষণার ক্ষেত্রে কেউ অসদুপায় অবলম্বন করলে এক্ষেত্রে এসোসিয়েশন যাতে ব্যবস্থা নিতে পারে সেরকম সুযোগ থাকা উচিত।
- প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগম আরও উল্লেখ করেন যে, সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে বিভিন্ন মিটিং এ আলোচিত বিষয়সমূহের সারমর্ম সংযোজন করা প্রয়োজন।
- এছাড়া জনাব তরুন গায়েন একজন খন্ডকালীন হিসাবরক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব দেন। পাশাপাশি তিনি অডিট করা ও অডিট রিপোর্ট পেশ করার কথা বলেন।

- গঠনতন্ত্র সংশোধনের বিষয়টি উপস্থাপন করেন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জহির উদ্দিন।
- দু'জন সহ সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ প্রসঙ্গে প্রস্তাব উত্থাপিত হলে জনাব ফারাহ দিবা এক্ষেত্রে উল্লেখ করেন যে পদের পাশে অবশ্যই Finance ও Program শব্দ দুটি যুক্ত করতে হবে।
- বছরে একটি বার্ষিক সাধারণ সভা হলেও প্রয়োজনে Extraordinary General Meeting এর পক্ষে মত প্রকাশ করেন জনাব তরুন গায়েন। তিনি আরও প্রস্তাব দেন যে General body তে যারা ভোট দিতে পারবে শুধুমাত্র তাদেরই সাধারণ সাভায় থাকা উচিত।
- এছাড়া রেজিষ্ট্রেশন ও লাইসেন্সিং বিষয়েও আলোচনা করা হয়। কার্যনির্বাহী কমিটি প্রথমেই পদ তৈরী, রেজিষ্ট্রেশন ও লাইসেন্সিং বিষয় নিয়ে কাজ করবে বলে প্রস্তাব করা হয়।
- স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান উক্ত মিটিং- এ পাশ না করিয়ে পরবর্তী মিটিং গুলোতে পাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে এর উপর আলোচনা করা হয়। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান সংক্রান্ত প্রস্তাবের খসড়া কপি সদস্যদের দেয়া হয়।

উপস্থিত সকল সদস্যের অর্থবহ ও যুক্তিসংগত দীর্ঘ আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(১) এথিক্যাল গাইড লাইন পূর্বে আলোচিত হওয়ায় এটা নতুন করে আলোচনা না করে অনুমোদন করা হয়।

(২) একজন খন্ডকালীন হিসাবরক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে তা ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে বাস্তবায়ন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে আশংকা প্রকাশ করা হয়।

(৩) দুজন কার্যকরী সদস্য ও নির্বাহি কমিটিতে দুজন সহ-সাধারণ সম্পাদক পদ বাড়ানো হয়।

(৪) রেজিষ্ট্রেশন, লাইসেন্সিং ও পদ তৈরীর বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি উদ্যোগ নিবে, বিশেষতঃ অগ্রাধিকার দিয়ে এ কাজটি শুরু করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নির্বাচনের জন্য জনাব তরুণ গায়েনকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। সোসাইটির কর্মকান্ডকে আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সাত সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটিকে নয় সদস্য বিশিষ্ট

কমিটিতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একটি মাত্র কমিটি প্রস্তাবিত হওয়ায় নির্বাচন কমিশনার নয় সদস্য বিশিষ্ট নিম্নোক্ত কমিটিকে নির্বাচিত ঘোষণা করেন।

সাধারণ সভার মাধ্যমে নির্বাচত কার্যকরী কমিটিটি (৫ম কার্যকরী কমিটি) নিচে দেয়া হলোঃ

সাভাপতিঃ	প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগম
সহ-সভাপতিঃ	কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদকঃ	মোঃ জহির উদ্দিন
জয়েন্ট সেক্রেটারি (সংগঠন)ঃ	মোসাম্মত নাজমা খাতুন
জয়েন্ট সেক্রেটারি (ফাইন্যান্স)ঃ	সালমা পারভীন
কোষাধ্যক্ষঃ	ফারাহ দীবা (নোটঃ বিদেশে থাকায় দায়ীত্ব পালনে অক্ষম হওয়ায় ফারাহ্ দীবার সম্মতির ভিত্তিতে ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১০-এ সংগঠনের এক্সট্রাঅরডিনারি জেনারেল মিটিংএ এস এম আবুল কালাম আজাদকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়। তিনি ঐ সময় হতে কোষাধ্যক্ষ পদে দায়ীত্ব পালন করছেন ।)
সদস্যঃ	প্রফেসর ড. এম আনিসুর রহমান
সদস্যঃ	সেলিনা ফাতেমা বিনতে শহীদ
সদস্যঃ	ইসরাত শারমীন রহমান

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজী সোসাইটির বিশেষ কার্যক্রম

২০০৯ সালের জুন মাসের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ২০১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ সোসাইটি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কর্মসূচী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০০৯ পালনঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজী বিভাগ ও বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজী এসোসিয়েশনের (বর্তমানে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি) যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব মানসিক

স্বাস্থ্য দিবস ২০০৯ পালন উপলক্ষে ২৫-অক্টোবর ২০০৯ রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টি.এস.সি তে দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য প্রদর্শনী ও বিনামূল্যে কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ডাঃ শাহ মনির হোসেন ও সভাপতির ভাষন প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ নুরুল্লাহ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ডাঃ গোলাম রাব্বানী এবং আরটিভির প্রধান নির্বাহী জনাব ম. হামিদ। অনুষ্ঠানে মনোবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে সময়োপযোগী তিনটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়- "শিশুর সুষ্ঠ বিকাশে অভিভাবকদের ভূমিকা" "বৈবাহিক ও পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়ন", এবং "রাগ নিয়ন্ত্রণ" ।

এক্সট্রাঅরডিনারী জেনারেল মিটিংঃ

দি বাংলাদেশ ক্লিনিক্যল সাইকোলজি এসোসিয়েশন (বিসিপিএ)-র সরকারী রেজিস্ট্রেশন করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। কয়েকটি এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং এ সোসাইটি আইনের অধীনে বিসিপিএ-র রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়। এরই অংশ হিসাবে একজন আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হয়। আইনজীবী পরামর্শ দেন যে নামের সাথে সোসাইটি না থাকলে সোসাইটি অ্যক্টের আওতায় সরকারী রেজিষ্ট্রেশন পাওয়া যাবেনা। এই প্রেক্ষাপটে ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১০-এ সংগঠনের এক্সট্রাঅরডিনারি জেনারেল মিটিংএ বিসিপিএ নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি (বিসিপিএস)- এ পরিণত হয় । উক্ত মিটিং এ বিসিপিএর-র লোগোও নির্ধারণ করা হয়। এই লোগোটি প্রস্তাব করেন সমিতির জেনারেল মেম্বার জনাব কামরুজ্জামান মজুমদার।

বিশেষ সেমিনার ২০১০ ঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকেলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি-এর যৌথ উদ্যোগে ১৫ এপ্রিল ২০১০ সালে বিকাল ৫টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'জাতীয় উন্নয়ণে মানসিক স্বাস্থ্য' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রিটিশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি ও প্রখ্যাত ব্রিটিশ ক্লিনিক্যাল

সাইকোলজিষ্ট ড. গ্রাহাম পাওয়েল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক । অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যলয়ের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এম এস আই মল্লিক এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ মোঃ গোলাম রাব্বানী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল বাশার। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পেশার প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর আনিসুর রহমান এবং ব্রিটিশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট ড. গ্রাহাম পাওয়েলকে মাননীয় উপাচার্য সন্মাননা প্রদান করেন। এই সেমিনারে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, মনো-চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য পেশাজীবিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। সেমিনারে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দানকারীদের ভূমিকার গুরুত্বের উপরে আলোকপাত করা হয়।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১০ঃ

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১০ পালন উপলক্ষ্যে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি (বিসিপিএস) এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টোরাল প্রোগ্রামের আওতাধীন ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এর যৌথ উদ্যোগে ২৭ এবং ২৮ অক্টোবর ২০১০ -এ দুইদিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে নানবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ২৭ তারিখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর রোকেয়া বেগম। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের প্রকল্পের প্রকল্প পরিচলক ডা. আবুল হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর- রশীদ এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. মোঃ গোলাম রাব্বানী। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক এবং বিসিপিএস-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জহির উদ্দিন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাযার্য ড. আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক। দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ভালোবাসার বাতিক, শিশুদের সুস্থ প্রতিপালন, রাগ নিয়ন্ত্রণ, বৈবাহিক কলহ নিরসন এবং সঠিক যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন নামক পাঁচটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে দুই দিনব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য মেলার আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১১ঃ

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১১ পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি (বিসিপিএস) এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ ভাবে ১০ই অক্টোবর ২০১১ ইং তারিখে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ হতে একটি র‍্যালির আয়োজন করে। উক্ত র‍্যালিটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারন-অর-রশীদ। উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ডীন ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শহীদ আক্তার হোসাইন। প্রায় চারশত জনের এই সুসজ্জিত র‍্যালিটি ঢাকা বাসীর নজর কারে এবং মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। ১০ই অক্টোবর ২০১১ ইং তারিখে বিশ্বমানসিক স্বাস্থ্য দিবসের অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে দুপুর বারটায় বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি (বিসিপিএস) এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যৌথ ভাবে ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটির কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলন করেন। এই সংবাদ সম্মেলনে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিসংখ্যান তুলে ধরার পাশাপাশি দেশের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ণের জন্য কতিপয় পরামর্শ দেয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য উপস্থাপন করেন কামাল উদ্দিন আহম্মেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ক্লিনিক্যল সাইকোলজি সোসাইটি (বিসিপিএস)। সংবাদসম্মেলনে প্রশ্নোউত্তর পর্বে অংশ নেন ইশরাত শারমীন রহমান ও প্রফেসর ড. আনিসুর রহমান।

দ্বিতীয় বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্সঃ

দ্বিতীয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘রোল অব ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ইন প্রমোটিং হেলথ কেয়ার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ’। বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি অ্যাসোসিয়েশন (বিসিপিএ) এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ৫ ও ৬ই জুন ২০০৯ সালে এই কনফারেন্সের আয়োজন করে।

কনফারেন্সে পাঁচটি সায়েন্টিফিক সেশনে মোট আটাশটি গবেষণা উপস্থাপিত হয়। কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে 'ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ইন বাংলাদেশ এন্ড ইটস ফিউচার ট্রেন্ড' শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এই ওয়ার্কশপে চেয়ার পারসন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মোঃ গোলাম রাব্বানী, পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। সায়েন্টিফিক কনফারেন্সে মোট নব্বই জনের মতো অংশগ্রহণ করেন।

তৃতীয় বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্সঃ

তৃতীয় বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ২৭ এবং ২৮ অক্টোবর ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে। বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোইসাইটি (বিসিপিএস) এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ ভাবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর প্রাণ গোপাল দত্ত, সন্মানিত উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন প্রফেসর ডাঃ গোলাম রাব্বানী, পরিচলক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শহীদ আক্তার হোসাইন এবং মোঃ জহির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক, বিসিপিএস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিনোট উপস্থাপন করেন কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশীদ, সন্মানিত উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে পেশা হিসাবে মনোবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মাননীয় উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর হামিদা আক্তার বেগম এবং প্রফেসর অ্যামিরেটস সুলতানা সারওয়াত আরা জামানকে সন্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেন। প্রফেসর হামিদা আক্তার বেগম নিজে এবং প্রফেসর সুলতানা সারওয়াত-আরা জামানের প্রতিনিধি পদক গ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সায়েন্টিফিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সের আগের দিন ২৬ অক্টোবর ২০১১ ইং তারিখে 'কোয়ালেটিটিভ মেথডলজিঃ হাই ইম্প্যাক্ট উইথ লো রিসোর্স' এবং 'এক্সিকিউটিভ ফাংশন ইন ওসিডি: কনসেপ্ট এন্ড অ্যাসেসমেন্ট' নামের দুটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সের পরের দিন ২৯ অক্টোবর ২০১১ ইং তারিখে 'অ্যাকনলেজিং অ্যালাইড হেলথ প্রফেশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া একইদিন 'পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅরডর'

নামের একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ অক্টোবর ২০১১ পুরোদিন এবং ২৮ অক্টোবর ২০১১ ইং তারিখ লাঞ্চের পূর্ব পর্যন্ত সায়েন্টিফিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। মোট ছয়টি সায়েন্টিফিক সেশনে দেশী বিদেশী গবেষকেরা মোট বত্রিশটি গবেষণা উপস্থাপন করেন। কনফারেন্সে মোট ছয়টি পোস্টারও উপস্থাপন করা হয়। ২৮ অক্টেবর ২০১১ ইং তারিখে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং এন্ড ডিজাজটার প্ল্যানিং ফর বাংলাদেশ' নামের একটি অত্যন্ত সফল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে ড. এম আসলাম আলম, সেক্রেটারি অব ডিজ্যাজটার ম্যানেজমেন্ট এবং রিলিফ ডিভিশন (ডিএমআরডি), মিনিষ্ট্রি অব ফুড এন্ড ডিজ্যাজটার ম্যানেজমেন্ট, গভর্ণমেন্ট অব পিপল্‌স্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রফসর ড. আইনুন নিশাত, মাননীয় উপাচার্য, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট ড. গ্রাহাম পাওয়েল সেমিনারটি পরিচালনা করেন। সেমিনারে অতিথি বক্তা ছিলেন ড. এস এম ইমামুল হক, প্রফসর, সয়েল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিটিশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট প্রফেসর ড. উইলিয়াম ইউল ও প্রফেসর ড. গ্রাহাম টারপিন এবং পাকিস্তানের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট প্রফেসর ড. রুকসানা কাউসার। তৃতীয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্স শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে পরিণত হয়। এতে মোট তিনজন প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ক্লিনিক্যাল সইকোলজিষ্ট, একজন পাকিস্তানি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট এবং ইন্ডিয়ার চারজন মনোবিজ্ঞানী সহ মোট ১৫৫ জন অংশ গ্রহণ করেন।

স্ট্রাটেজিক প্ল্যান প্রণয়নঃ

বিগত ১২ এবং ১৩ এপ্রিল ২০১১ ইং তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের ডিনের কার্যালয়ের মিটিং রুমে 'ওয়ার্কশপ অন স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং' অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপটির সঞ্চালক ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন তরুন গায়েন, তৎকালীন এফিলিয়েট মেম্বার। সাবিহা জাহান, জেনারেল মেম্বার তাকে সহযোগীতা করেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট ড. গ্রাহাম পাওয়েল ওয়ার্কশপটির একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

বিগত ৯ ও ১০ই জুন ২০০৯ সালে বিসিপিএর (বর্তমান বিসিপিএস) স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়ণের লক্ষ্যে দুই দিন ব্যাপি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। তরুণ গায়েন তৎকালীন এফিলিয়েট মেম্বার ওয়ার্কশপটি

পরিচালনা করেন। তিনি মূল প্রবন্ধটিও উপস্থাপন করেন। তাকে সহযোগীতা করেন সাবিহা জাহান। ওয়ার্কশপটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

নিম্নোক্ত সাব-কমিটি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়ণ করেনঃ

কো-অরডিনেটর:	তরুণ কান্তি গায়েন
সদস্যঃ	আবুল কালাম আজাদ
সদস্যঃ	সাবিহা জাহান
সদস্যঃ	মোঃ জহির উদ্দিন

১৬ই মে ২০১১ ইং তারিখে এক্সট্রাঅরডিনারি জেনারেল মিটিং-এ এই ড্রাফট স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটি পাশ করা হয়। এটি পরবর্তী অ্যানুয়েল মিটিং এ চূড়ান্ত ভাবে পাশ করা হবে।

কাউন্সেলিং ট্রেনিং ঃ

২০১১ সালে দু পর্যায়ে কাউন্সেলিং ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। সোসাইটির ফান্ড সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই মূলতঃ এ কাউন্সেলিং ট্রেনিংটি পরিচালনা করা হয়। কাউন্সেলিং এর মৌলিক দক্ষতাগুলো প্রশিক্ষণ দেয়াই ছিল এ ট্রেনিং এর উদ্দেশ্য। এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মূল দায়ীত্ব পালন করেন জোবেদা খাতুন, প্রভাষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাকে সহযোগীতা করেন হোসনে আরা বেগম, সাদিয়া শারমীন উর্মী এবং অন্য সদস্যরা।

প্রথম পর্যায়ের ট্রেনিংটি চার থেকে আট ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটারে অবস্থিত উচ্চতর সামাজিক গবেষণা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ের এই প্রশিক্ষণে ছাব্বিশ জন অংশগ্রহণ করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৬-২১ জুলাই ৫দিন ব্যাপী **২য় পর্যায়ে** কাউন্সেলিং ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণে মোট আঠারো জন অংশ নেন। সর্বোচ্চ মানসম্মত প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে খুব সীমিত সংখ্যক অংশগ্রহণকরীদের নিয়ে এ প্রশিক্ষণ পর্বগুলো পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ পর্বটি যারা আয়োজন করেছেন কিংবা যারা প্রশিক্ষণ দাতা (রিসোর্স পারসন) তারা এর বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক নেননি। প্রশিক্ষণ থেকে সংগৃহীত সমস্ত অর্থই সমিতির ফান্ডে জমা দেয়া হয়।

এডিশনাল মিটিংঃ

জুন ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত মোট ৩৯টি এডিশনাল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাগুলোতে গড়ে ২৫/৩০ জন সদস্য (জেনারেল মেম্বার, ট্রেইনি ও এফিলিয়েট মেম্বার) উপস্থিত ছিলেন। সভাগুলিতে Strategic Plan, Action Plan, মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন, Scientific conference, counseling training, Ethical guideline, Minimum standard of clinical practice, Record keeping, AGM ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

স্ট্যান্ডার্ড ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস গাইডলাইন ইন বাংলাদেশ বিষয়ক কর্মশালাঃ

গত ১৫ই জানুয়ারী ২০১১ ইং তারিখে স্ট্যান্ডার্ড ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস গাইডলাইন -শীর্ষক একটি কর্মশালা প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থাপক ছিলেন সাবিহা জাহান। এই ওয়ার্কশপে বিভিন্ন ক্যাটেগরির ৩৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে স্ট্যান্ডার্ড ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস গাইডলাইন প্রণয়ণের জন্য সাবিহা জাহানকে সদস্য সচিব করে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয় যার সদস্য হলেন মোঃ জহির উদ্দিন, তরুন কান্তি গায়েন ও মোসাম্মত নাজমা খাতুন।

কার্যকরী কমিটির (EC) সভা ঃ

জুন, ২০০৯ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত কার্যকরী কমিটির (Executive Committee -EC) মোট ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১ম সভা ঃ ২০০৯

সভাপতিঃ প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগম

সভায় ৭জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন।

আলোচ্য সূচীঃ

১. সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট
২. সদস্যপদ প্রদান
৩. BCPA Registration
৪. Graham’s visit
৫. WHMD 2009

সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. Society Act এর অধীনে BCPA এর রেজিষ্ট্রেশন করার সিদ্ধান্ত, এ প্রেক্ষাপটে সকল সদস্যের কাছ থেকে ১০০০/- করে নেয়ার প্রস্তাব।

২. G. Powell কে তাঁর Donation সাথে নিয়ে আসার অনুরোধ জানানো হয়।

৩. সোসাইটির সদস্যদের নিয়ে দুই দিন CPD করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৪. Life member হিসেবে Dr. Roquia Madam কে সদস্যপদ দেয়া হয়।

২য় সভা ঃ ২২ নভেম্বর, ২০০৯

সভায় ৭জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন ড. রোকেয়া বেগম।

সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. বিসিপিএ-র নাম পরিবর্তন করে Society Act-এ রেজিষ্ট্রেশন করা হবে।

৩য় সভাঃ জানুয়ারী ২০১০

সভায় ৭জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন ড. রোকেয়া বেগম

আলোচ্যসূচীঃ

১. পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুসমর্থন

২. BCPA-র নাম পরিবর্তন

৩. BCPA-র লোগো নির্ধারণ

৪. গঠনতন্ত্র পরিবর্তন

৫. BCPA –র ঠিকানা নির্ধারণ

৬. Strategic Plan অনুমোদন

৭. EGM এর তারিখ নির্ধারণ

সিদ্ধান্ত ঃ

১. BCPA এর নাম পরিবর্তন করে বিভিন্ন প্রস্তাবিত নামের মধ্য থেকে Bangladesh Clinical Psychology Society (BCPS) নামটি গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়।

২. কার্যকরী সভাগুলো ছাড়া এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ছাড়া যেসব সভা হয় সেগুলো 'মত বিনিময় সভা' নামে অভিহিত করা হবে। এই সভাগুলোতে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবেনা, তবে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব করা যাবে যা পরবর্তীতে কার্যকরী সভায় পাশ করে নিতে হবে।

৩. কার্যকরী সভাটিতে এক্সট্রাঅরডিনারি জেনারেল মিটিং এর তারিখ নির্ধারণ করা হয় (১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১০ সোমবার ৯-৪ টা)। EGM-এ Strategic Plan পাশ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

৪. BCPS এর অধীন নতুন নামে ১টি প্রকাশনা ৬ মাস পরপর প্রকাশ করা হবে। প্রকাশনার নাম পরবর্তীতে ঠিক করা হবে।

৪র্থ সভাঃ ১৬ মার্চ ২০১০

সভায় ৭জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করে ড. রোকেয়া বেগম।

সিদ্ধান্তঃ

১. সায়েন্টিফিক কনাফারেন্সের সূচী ঠিক করা হয়

২. উপস্থাপনা, কার্ড, ক্রেষ্ট ইত্যাদির জন্য দায়িত্ব বন্টন করা হয়

৩. বাজেট নির্ধারণ করা হয়।

৪. ফিস ঃ Trainee member - 400/-
General member - 1000/-

৫ম সভা ঃ ০৭ ডিসেম্বর ২০১০

৬ষ্ঠ সভাঃ

সভায় ৭জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী

সিদ্ধান্তঃ

১. ০৭.১০.১০ তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত EC Meeting এর সিদ্ধান্তের অনুসমর্থন।

২. ৩-৪ এপ্রিল ২০০৯ এ ২য় Scientific Conference অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ২০১১ সালে ৩য় Scientific Conference করার সিদ্ধান্ত হয়।

৩. ১০ অক্টোবর ২০১১ ঃ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস' ২০১১ উদযাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালী

২৬-২৭ অক্টোবর ঃ Conference (১টা পর্যন্ত)

AGM BCPS (২-৫ টা)

২৮ অক্টোবর ঃ Inaugural ceremony to observe the WMHD 2011 & Workshop on M. Health

৪. Scientific Committee-র নাম প্রস্তাব করা হয়।

৫. Organizing Committee-র নাম প্রস্তাব করা হয়।

৬. Fund raising এর জন্য Counseling Training ৪-৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখ নির্ধারিত হয়।

৭. "মনভূবন" এর ২য় সংখ্যা জুন ২০১১-এর মধ্যে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করা হয়।

৮. BCPS-এর নামে নতুন Bank Account করার সিদ্ধান্ড় নেয়া হয়। অন্যথায় অ্যাকাউন্টের নাম পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৯. Standard of practice in clinical psychology- এর উপর presentation ১৫ জানুয়ারী ২০১১ ৩টায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উপস্থাপন করবেন-সাবিহা জাহান-ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট।

১০. BCPS এবং Clinical psychology department যৌথভাবে এথিক্যাল রিভিউ কমিটি গঠন করবেন।

১১. বার ফেব্রুয়ারী তিনটায় ডিপার্টমেন্টে লাইসেন্সিং এর উপর প্রেজেন্টেশন করার সিদ্ধান্ত করা হয়। উপস্থাপন করবেন মোঃ জহির উদ্দিন-ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট

১২. মেম্বারশীপ প্রদান ঃ নিম্নোক্ত আবেদকারীদের মেম্বারশীপ প্রদান করা হয়।

General member -Jesmin Akhter

Affiliate member- Md. Nazir Ahmed

John Martin

Dewan Shefaet Ahmed

১৩. এক জানুয়ারী ২০১১ ৩টায় Clinical pyschology Dept. এ সাধারণ সভা করা হবে।

৭ম সভা ঃ ২৫ জানুয়ারী ২০১১ইং

সভায় ৭ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন ড. রোকেয়া বেগম।

আলোচ্যসূচীঃ

১. পূর্বের সভার কার্যবিবরণী অনুসমর্থন
২. Scientific Conference বিষয়ক আলোচনা
৩. সদস্যপদ দেয়া সংক্রান্ত
৪. বিবিধ

সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১১ উদযাপন উপলক্ষ্যে, র‍্যালী এবং প্রেস কনফারেন্স এর জন্য ভি.সি. স্যারকে অতিথি করার প্রস্তাব করা হয়।
২. Scientific conference এর theme নির্ধারিত হয়- Mental health and psycho-social support in developing countries.
৩. Seminar on: Global-warming and disaster planning for Bangladesh: The psychology perspective.
৪. Action Plan for 1 year- will be Presented by Torun Gayen, in 26 February 2011.
৫. ৫ জন মেম্বারকে সদস্যপদ প্রদান (২জন জেনারেল মেম্বার এবং ৩ জন এফিলিয়েট মেম্বার)
৬. ব্যাংক একাউন্ট এর নাম বদলানোর প্রস্তাব করা হয়।

৮ম সভা ঃ ১২ মার্চ ২০১১

সভায় ৭জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন ড. রোকেয়া বেগম।

সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. সদস্যপদ প্রদান (৮জন এফিলিয়েট মেম্বার এবং ৭ জন ট্রেইনি মেম্বার)
২. র‍্যালীতে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এর মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে মিটিং করা
৩. পেইড ট্রেইনিং এর সম্ভাব্য তারিখ প্রস্তাব করা হয়- ২৭ মে-৩১ মে ২০১১ইং এবং ২৭ জুন-২৮ জুন ২০১১ইং
৪. Activity Plan Pass
৫. Strategic plan pass

৯ম সভা ঃ ১৬ মে ২০১১ইং

সভায় ৯ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন ড. রোকেয়া বেগম

১. Fund raising committee গঠন করা হয়।
২. BCPS এর নিজস্ব mobile, cabinet, pen-drive কেনার সিদ্ধান্ড় নেয়া হয়।
৩. Activity Plan এর কিছু সংশোধনী করা হয়।
৪. সমিতির স্বচ্ছতার জন্য অডিটিং করার সিদ্ধান্ড় নেয়া হয়।

১০ম সভা ঃ ২৩ জুলাই ২০১১

সভায় ৬জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী

সিদ্ধান্ত ঃ

১. BCPS এর website develop করার সিদ্ধান্ড় নেয়া হয় এবং ঠিকানা সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারণ করা হয় www.bcps.org.bd website development এর দায়িত্ব infosource.bd.com কে দেয়া হয়।

২. ড. রোকেয়া বেগম অসুস্থ এবং শ্রীঘ্রই আমেরিকা যাবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, (ভাইস-প্রেসিডেন্ট, BCPS) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. Scientific conference এর প্রস্তুতি বিষয়ক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়

যেমন ঃ সেশন গুলোতে মোট ৬ জন Announcer ঠিক করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়,

ঃ Seminar, Symposium এর জন্য Guest এর তালিকা তৈরী করা হয়।

ঃ ২টি working কমিটি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৪. বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে প্রেস কনফারেন্স করার জন্য প্রেসক্লাবে বুকিং দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৫. মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালীর জন্য মনোবিকাশ, দর্পন, ক্রিয়া-তে ফান্ডের জন্য আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়।

৬. ছয় জনের সদস্যপদ প্রদান করা হয় (৩ জনকে জেনারেল মেম্বার, ২ জনকে এফিলিয়েট মেম্বার, এবং ১ জনকে ট্রেইনি মেম্বারশিপ দেয়া হয়।)

৭. পরবর্তী বাষিক সাধারন সভার তারিখ ঠিক করা হয় ২ডিসেম্বর ২০১১ ইং তারিখে। অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত হয় CARS অথবা বিয়াম মিলনায়তনে ।

৮. Research evaluation এর জন্য Ethical Review Committee (ERC) গঠন করা হয়।

১১ তম সভা-২৮ নভেম্বর ২০১১ :

সাভায় ৬ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভাপত্বি করেন কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী।

সিদ্ধান্তসমুহ :

১ বার্ষিক সাধারন সভার (AGM) অনুষ্ঠান সূচী প্রস্তত করণ

2 AGM এর করণীয় বিষয়সমূহ

- Strategic planning থেকে আগামী ২ বছরের Action plan review করা

- Code of conduct উপস্থাপন করবেন-সালমা পারভীন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট
- Minimum standard of practice উপস্থাপন ও পাশ করানো
- CPD Present করবেন-নাজমা খাতুন, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী
- Clinical record keeping-উপস্থাপন করবেন শাহনুর হোসেন, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী।
- Financial guideline-উপস্থাপন করবেন তরুন কান্তি গায়েন, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী
- Election Commissioner select করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সম্ভাব্য নাম নিয়ে আলোচনা হয়।
- আগামী দু' বছরের অডিট করার জন্য অডিট ফার্ম নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- ১ জনকে মেম্বারশীপ প্রদান
- AGM এর vanue ও fees নির্ধারন করা হয়।

মিটিং এ নিম্নলিখিত সাব কমিটি গুলো গঠিত হয়ঃ

এথিক্যাল গাইডলাইন মূল্যায়ণ বিষয়ক উপ-কমিটিঃ

সদস্য সচিব- সালমা পারভীন

সদস্য- কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী

সদস্য- মোঃ জহির উদ্দিন

নাফিসা, ট্রেইনী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, এই কমিটির কার্যক্রমকে সহায্য করবে।

গঠনতন্ত্র সংশোধন বিষয়ক উপ-কমিটি

সদস্য সচিব- মোঃ জহির উদ্দিন

সদস্য- কামাল উদ্দিন আহম্মেদ চৌধুরী

সদস্য- তরুন কান্তি গায়েন

দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী বিষয়ক উপ-কমিটিঃ

সদস্য সচিব: জোবেদা খাতুন

সদস্য- মোঃ জহির উদ্দিন

আব্দুল আউয়াল, প্রশিক্ষণরত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট এই উপ-কমিটির কার্যক্রমকে সাহায্য করবে।

অর্থ রিপোর্ট প্রণয়ণ বিষয়ক উপ-কমিটিঃ

সদস্য সচিব- আবুল কালাম আজাদ

সদস্য- নাজমা খাতুন

সদস্য-কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী

মনভুবন বিষয়ক সাব-কমিটিঃ

সদস্য সচিব- রুমা খন্দকার

সদস্য- শাহানুর হোসেন

মীতা রায় চৌধুরী, ট্রেইনী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট

শামীমা, ট্রেইনী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট

রিফাত, ট্রেইনী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট

দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার রেজিষ্ট্রেশন বিষয়ক সাব- কমিটিঃ

নাফিসা, ট্রেইনী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট

রিফাত, ট্রেইনী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট

ম্যাস মিডিয়ার মাধ্যমে গণ সচেতনতাঃ

বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি তার সময়সীমার মধ্যে সংবাদপত্র এবং টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গণ সচেতনতা তৈরীর ব্যাপারে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করে। বিসিপিএসের সদস্যরা পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে এবং টিভিতে টকশোর মাধ্যমে এব্যাপারে প্রয়াসী হয়েছেন।

রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্তঃ

বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি বিসিপিএস-র (পূর্বতন বিসিপিএ) রেজিষ্ট্রেশনের জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিল। সোসাইটি আইনের আওতায় সমিতির রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হয়। তার পরামর্শক্রমে বিগত এজিএমে বিসিপিএ-র নাম পরিবর্তন করে বিসিপিএস করা হয়। রেজিষ্ট্রেশনের শর্ত পূরণের জন্য সমিতির ঠিকানা দেখানো হয় নয়াপল্টন। এতে সমিতির লাইফ মেম্বার এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রফেসর ড. মাহমুদুর রহমানের বাড়ির ঠিকানা ব্যবহার করা হয়। এজন্য প্রফেসর মাহমুদুর রহমানের পরিবারেরর সদস্যদের সাথে একধরণের চুক্তিপত্রও করা হয়। বর্তমানে রেজিষ্ট্রেশনের ফাইলটি এনএসআই-র রিপোর্টের জন্য পাঠানো হয়েছে। সরকারী রেজিষ্ট্রেশনের জন্য কতিপয় শর্ত পূরণ না হওয়ায় এবং বিভাগীয় কাজের ধীর গতির কারণে এখনো রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে উদ্যোগ আছে।

সরকারী পদ তৈরী সংক্রান্তঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টদের সরকারী পদ তৈরীর একটি ফাইল তৈরী করা হয়েছে এবং সরকারী পর্যায়ে অনুমোদনের ক্ষেত্রে এটির তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বিসিপিএসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফেসর আনিসুর রহমান সমিতির সদস্যের সহযোগীতায় এই দুরূহ কাজটি এগিয়ে নিচেছন।

বিসিপিএসের সভাপতি প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগম গুরুতর অসুস্থ হয়ে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি আগস্ট মাসের চার তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার পর তার অসুস্থতার কারণে তার সম্মতির ভিত্তিতে বিসিপিএসের কার্যকরী কমিটি সহ-সভাপতি জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীকে কার্যকরী সভাপতি হিসাবে কাজ চালিয়ে নিতে অনুরোধ করায় জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী আগস্ট ২০১১ থেকে কার্যকরী সভাপতি হিসাবে দায়ীত্ব পালন করছেন।

কাজ করতে গিয়ে কি কি বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

বিসিপিএসের বেশ কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে যা দূর করা দরকার । এক কথায় বলতে গেলে ভাল পরিচালনা পদ্ধতির ঘাটতি আছে।

১. রেকর্ড রাখার প্রক্রিয়ায় ঘাটতি আছে। পুরোনো তথ্যগুলো হারিয়ে যায়। মেম্বারের সংখ্যা কত, কার কত টাকা সদস্য চাঁদা বাকি আছে, চিঠি পাঠাবার ও দাওয়াত দেবার ঠিকানাগুলো পূর্ণাঙ্গ

নয়। মেম্বারশিপ ফর্ম, মেম্বারশীপ নম্বর ইত্যাদি রাখার পদ্ধতি অতটা গুছানো নয়। এছাড়া এগুলো বার বার হারিয়ে যায়।

২. অ্যাকাউন্টস মেইনটেইন করার প্রক্রিয়া, আয়-ব্যায়ের হিসাব রাখার প্রক্রিয়া ইত্যাদি যথাযথ নয়।

৩. বিসিপিএসের ফান্ডের তীব্র ঘাটতি আছে।

৪. বিসিপিএসের কোন সায়েন্টিফিক জার্ণাল প্রকাশনা নেই।

৫. বিসিপিএস অতি মাত্রায় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ভর।

৬. কোন অ্যাকাউন্টেন্ট নেই, কোন অফিস নেই, নিজস্ব স্টাফ নেই।

৭. এখন পর্যন্ত সরকারী রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি।

৮. ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টদের জন্য কোন সরকারী স্বীকৃতি বা লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

৯. বিসিপিএস খুব বেশী মাত্রায় ট্রেইনী নির্ভর। জেনারেল মেম্বারদের সোসাইটির কাজে আরো বেশী সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।

এই কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকালে অর্জনঃ

১. স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ও এক বছরের অ্যাকশন প্ল্যান

২. মিনিম্যাম স্ট্যান্ডার্ড অব ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস গাইডলাইন

৩. ফিনান্সিয়াল গাইডলাইন প্রণয়ন, আর্থিক হিসাবের আপডেট করা

৪. গঠনতন্ত্রের সময়োপযোগী সংশোধনী

৫. ক্লিনিক্যাল রেকর্ড কিপিংএর মিনিম্যাম স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ

৬. ওয়েবসাইট তৈরী করা

৭. প্রচুর পরিমাণে কর্মসূচী পালন করা, বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন, প্রস্তুতিমূলক ও শেয়ারিং বৈঠক, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি করা

৮. রেজিস্ট্রেশনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ

৯. লাইসেন্সিং- এর প্রাথমিক প্রক্রিয়া সূচনা করা

১০. তৃতীয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্স

১১. কর্মসূচীতে ভাল পরিমাণ উপস্থিতি নিশ্চিত করা

১২. মিডিয়া কভারেজ

১৩. বিসিপিএসের নেতৃত্বের এবং সদস্যদের সাংগঠনিক দক্ষতা তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় বেড়েছে।

১৪. প্রয়োজনীয় বিকল্প নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে।

ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশনাঃ

১. বিসিপিএসের গঠনতন্ত্র, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, মিনিম্যাম স্ট্যান্ডার্ড অব ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস ও ফিনান্সিয়াল গাইড লাইন, মিনিম্যাম রেকর্ড কিপিং গাইডলাইন মেনে চলা, বিসিপিএস-র তরফ থেকে প্র্যাকটিসিং সদস্যদের কেস লোড ও রেকর্ড কিপিং এর মান নিয়মিত চেক করা

২. বিসিপিএসের ফান্ড রেজিস্টার্ড অডিটর দিয়ে অডিট করানো

৩. একজন পার্টটাইম অ্যাকাউন্টেন্ট নিয়োগ দেয়া, একজন পার্টটাইম অ্যডমিনিস্ট্রিটিভ অফিসার নিয়োগ দেয়া, অফিস নেয়া, অফিসের সামগ্রী কেনা

৪. রেজিস্ট্রেশনের জন্য জোড়দার উদ্যোগ নেয়া

৫. রেকর্ড কিপিং ব্যাবস্থার উন্নতি করা, পেনড্রাইভ, সিডি, ল্যাপটপ পিসি, ফাইল ও লকার কেনা

৬. ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টদের সরকারী পর্যায়ে চাকুরী তৈরীর জন্য অত্যন্ত প্রায়োরিটির ভিত্তিতে বিসিপিএসের কার্যকরী কমিটির নেতৃত্বে দলগত ভাবে উদ্যোগ নেয়া ও তা চালিয়ে যাওয়া

৭. ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়া

৮. বিসিপিএসের ফান্ড তৈরীর জন্য জোড়দার উদ্যোগ নেয়া

৯. অন্যান্য ক্লিনিক্যাল ও সাইকোলজি সমিতিগুলোর সাথে রিজিওনাল ও গ্লোবাল কোলাবরেশন জোড়দার করা। বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক জোট গুলোর সাথে যোগাযোগ বাড়ানো

১০. কন্টিনিউয়াস প্রফেসনাল ডেভেলোপমেন্ট (সিপিডি)-র জন্য নিয়মিত উদ্যোগ নেয়া

১১. দুই বছর পর ২০১৩ সালে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির উপর একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স করা

১২. মনোবিজ্ঞান সমিতির কার্যক্রমকে বেগবান করা। মনোবিজ্ঞানের অন্যন্য বিভাগ যেমন, কাউন্সেলিং এবং এডুকেশন সাইকোলজির সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা। দেশের মনোবিজ্ঞান বিভাগ সমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা। যেমন, ঢাকা, রাজশাহী, জগন্নাথ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যলয়ের এবং কলেজ সমূহের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সাথে একসাথে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে ও মনোবিজ্ঞানের বিকাশে কাজ করা যেতে পারে।

ধন্যবাদান্তে

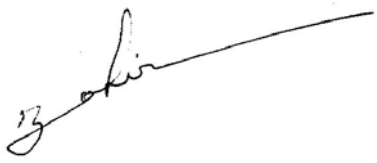

মোঃ জহির উদ্দিন

সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি (বিসিপিএস)

২৪ ডিসেম্বর ২০১১

.....

নোটঃ দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদনটি নিচের সাব-কমিটি কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী বিষয়ক উপ-কমিটিঃ

সদস্য সচিব: মোসাম্মত জোবেদা খাতুন,

সদস্য- মোঃ জহির উদ্দিন।

মোঃ আব্দুল আউয়াল, প্রশিক্ষণরত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট এই উপ-কমিটির কার্যক্রমকে সাহায্য করেছে।